ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে একাধিক স্থানে বিস্ফোরণের শব্দ



ছবি: সংগৃহীত

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে হরমুজ প্রণালির কাছে অবস্থিত কেশম দ্বীপ, বন্দর আব্বাস, জাস্ক ও সিরি। শনিবার (৭ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যার পর এসব বিস্ফোরণের খবর প্রকাশ করে ইরানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সামরিক তৎপরতার সঙ্গে বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোর যোগসূত্র থাকতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করেননি দেশটির কর্মকর্তারা।

এদিকে আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এক সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, কেশম দ্বীপে বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগে শনিবার সংস্থাটি দ্বীপটিতে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার খবর দিয়েছিল। তবে এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

রোববার (৮ নভেম্বর) ভোরে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস নেভি (আইআরজিসি) জানায়, হরমুজ প্রণালিতে নির্ধারিত পথের বাইরে চলাচলের সময় দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার মাইনের বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেগুলোতে আগুন ধরে যায়। তবে ট্যাঙ্কার দুটিতে বিস্ফোরণের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শোনা শব্দের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

হরমুজ প্রণালিতে চলাচলের ক্ষেত্রে ইরানের আরোপ করা বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে দেশটি এর আগে বিভিন্ন জাহাজে হামলা চালিয়েছে। প্রণালিটির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ তৈরির কৌশল হিসেবে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেশম দ্বীপে বিস্ফোরণের খবর এমন সময়ে এল, যখন কয়েক দিন আগেই সেখানে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়েছিল। এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, ওই হামলা ছিল সীমিত পরিসরের। এটি বড় ধরনের সামরিক অভিযান নতুন করে শুরুর অংশ ছিল না।

এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানায়, অবরোধ ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করা একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে অচল করে দিয়েছে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটি অবরোধ অমান্য করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে একটি যুদ্ধবিমান থেকে সেটির পেছনের অংশে হামলা চালানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নেয় ইরান। এরপর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করে দেশটি। ইরান এখন তাদের নির্ধারিত রুট অনুসরণ করে জাহাজ চলাচলের নির্দেশ দিচ্ছে। এসব নির্দেশ অমান্য করা কয়েকটি জাহাজে গত কয়েক দিনে বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সদস্যরা হামলা চালিয়েছেন।

সূত্র: রয়টার্স